ডিজিটাল বাংলাদেশ

রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৯ সালের জানুয়ারি হতে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রা। বিগত সাড়ে সাত বছরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- ৫,২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়া হয়। প্রতিমাসে ৪৫ লাখ মানুষ দেশের ৪,৫৪৭ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে তথ্য ও সেবা গ্রহণ করছে।
- সব সরকারি অফিসসহ ২৫ হাজার ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্যবাতায়ন চালু করে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ৬০০ মোবাইল অ্যাপস তৈরি করে তথ্য ও সেবা হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।
- মোবাইল ফোনের গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ কোটি অতিক্রম করেছে।
- ইন্টারনেটের ব্যবহারকারির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি।
- থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করায় মোবাইলে ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে। বর্তমানে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারির ৯০ শতাংশই মোবাইলে ইন্টারেনট ব্যবহার করে।
- কানেক্টিভিটি উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ২২৭টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলার ও ৪৮৭ টি উপজেলার ১৮১৩০ টি সরকারি দপ্তরে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। এবং ৮০০ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- আইসিটি শিল্পের বিকাশে ১২টি আইটি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। কালিয়কৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর বঙ্গবন্ধু হাইটেক পাকের্র নির্মাণ কাজ চলছে। যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। এ পার্ক সংলগ্ন স্থানে গড়ে তোলা হয়েছে ডিজাস্টার রিকোভারি সেন্টার।
- জনতা টাওয়ারকে কানেক্টিং স্টার্ট আপ ও 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে।
- সিলেট ইলেক্ট্রনিক সিটি স্থাপনের জন্য ১৬২.৮৩ একর, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপনের জন্য ৩১.৬২ একর, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ৭.০৯ একর এবং চুয়েটে ৫ একর জমিতে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিদ্যমান জাতীয় ডাটা সেন্টারটির (Tier-৩) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে Tier-4 ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে।
- ২০২১ সালের মধ্যে আইটি পেশাজীবির সংখ্যা ২০ লক্ষে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইটিতে আগামী তিন বছরে এক লক্ষ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। একটি স্পেশাল সাউন্ড ইফেক্ট ল্যাব স্থাপন এবং ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।
- দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ১০০টি শেখ রাসেল ক্লাশরুমসহ ৬০০ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- ইনোভেশন ইকোসিস্টেম ও স্টার্ট আপ কালচার গড়ে তোলার অংশ হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে ১০০০ উদ্ভাবণী খুঁজে বের করার লক্ষ্যে কানেক্টিং স্টার্ট আপ চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০টি উদ্ভাবনী প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

- উদ্ভাবন পরিকল্পনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষির তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে দেশে এগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে।
- তৃণমূলের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে দেশের বেশ কিছু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- সর্বস্তরের জনগণের জন্য জাতীয় পর্যায়ের একটি কল সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। দেশের যে কোন নাগরিক এ কল সেন্টারে ফোন করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাইবার নিরাপত্তা, মাদকবিরোধী তথ্যসহ জীবন ও জীবিকার তথ্য জানতে পারবেন।
- ১০০০ উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে দেশে চালু করা হচ্ছে ই-শপ।
- শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করায় দেশে ই-লার্নিং এর সম্প্রসারণ ঘটছে। ২৭ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের দ্বারা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলের জন্য তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট ৪ লাখ পর্যন্ত ডাউনলোড হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে স্কুল পর্যায়ে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
- ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও ডাটা ইন্টারঅপারেবল করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (এনইএ) চালু করা হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- আইসিটি শিল্পের বিকাশে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো, ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স, ই-আইডি ফোরাম, বিপিও সামিটের আয়োজন করা হয়।
- ২০২১ সালে আইসিটি রপ্তানী ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত এবং জিডিপিতে আইসিটি খাতের অবদান ৫ শতাংশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন উদ্যোগে আইসিটি রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ২০০৮ সালে আইসিটি রপ্তানী ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বর্তমানে তা ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ও এ খাতে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০০৯ এর সংশোধন, সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস করে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৫' প্রণয়ন, বেসরকারি এসটিপি গাইডলাইন ২০১৫ এবং আইসটি অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। ভেনচার ক্যাপিটাল বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। ই-সেবা আইনের খসড়া ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের খসড়া মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

Scanned by CamScanner